Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ০৮-১১-২০২০ (পৃঃ ০৭)

জলাবদ্ধতার অবসানে বছরে ৩ ফসল আবাদে খুশি চাষি

প্রতিনিধি, মাগুরা

মাগুরায় বিল অঞ্চলের জমিকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করে এক ফসলি থেকে তিন ফসলিতে রূপান্তর করে উন্নত জাতের ধান চাষ করে সাফল্য পেয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। সংস্থাটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় কালিদাসখালি আড়পাড়া উপ-প্রকল্পে কৃষি বিভাগের সহায়তায় জেলার শালিখা উপজেলায় বিভিন্ন বিল এলাকায় ব্রি ধান-৭৫ ও বিনা-ধান ১৭ চাষ করে স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক ফসল পেয়ে কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১২হাজার ৭০৪ হেক্টার জমি পানি ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে উচ্চ ফলনশীল জাতের কৃষির আওতায় আসায় জেলায় এ এলাকার অন্তত ১২ হাজার ৬৯৩ জন কৃষক কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

সরেজমিনে জেলার শালিখা উপজেলার বুনাগাতি, শতখালি ও ধনেশ্বরগাতি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি বিভাগের যৌথ সহায়তায় শালিখা উপজেলার বিভিন্ন বিল অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে উচ্চ ফলনশীল জাতের চিকন ধান ব্রি-৭৫, বিনা-১৭ ধান চাষ করে কৃষকরা ফলন পেয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। স্বল্প পানি ও পরিমিত সারের ব্যবহারের পাশাপাশি সঠিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলা হচ্ছে দক্ষ কৃষক হিসেবে। ফলে অন্যরাও আগামীতে এ ধরনের উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। এ এলাকার মুস্তাজ বিশ্বাস, মনুথ রায়, আকলিমা বেগমসহ একাধিক কৃষক জানান- পানি উন্নয়ন বোর্ডের এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ ফসলি জমিকে ৩ ফসলিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন সময় উপযোগী উন্নতজাতের ধান ও চৈতালী ফসলের বীজ সরবরাহের ফলে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। এক সময়ে জলাবদ্ধ জমিতে প্রতি হেক্টরে প্রায় সাড়ে ৫ মেট্রিকটন ধান উৎপাদনে সক্ষম এ জাতগুলো উৎপাদন করতে কৃষক-কৃষানিরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে দীঘলগ্রাম পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সভাপতি নিখিল মিত্র জানান, কৃষকদের বিভিন্ন দলে সংগঠিত করার কারণে কৃষকরা তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন। একইসঙ্গে সমিতির মাধ্যমে বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে দেন দরবারের মাধ্যমে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করতে পারছেন।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-প্রকল্প পরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, এক ফসলি জমিকে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করে জমিকে তিন ফসলিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পানি উন্নয়ন বোর্ড এ প্রকল্প নিয়েছে। মাগুরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রামানিক জানান, এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে কৃষি বিভাগের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে সরকারের দারিদ্র বিমোচনের সমন্বিত কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।